১ জুলাই ২০০৭

প্রেস রিপোর্ট

অধিকার

১ জানুয়ারি - ৩০ জুন ২০০৭ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ১২১ বিএসএফ'র গুলিতে ৫৫ বাংলাদেশীর মৃত্যু

মানবাধিকার সংস্থা অধিকার ২০০৭ এবং ২০০৬ সালের প্রথম ৬ মাসের মানবাধিকার লংঘন সংক্রান্ড় তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক একটি তুলনামূলক রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে।

বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ২০০৭

২০০৭ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন পর্যন্ড় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে ৫১ জনসহ ১২১ জন নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ৭০ জন র‌্যাব, ২৯ জন পুলিশ, ৭ জন সেনাবাহিনী, ৭ জন যৌথ বাহিনী, ৩ জন নৌবাহিনী, ১ জন জেল পুলিশ, ১ জন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের হাতে এবং ৩ জন র‌্যাব ও পুলিশের যৌথ অভিযানে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এখানে উলেণ্ঢখ করা প্রয়োজন, নিহত ১২১ ব্যক্তিদের মধ্যে ৭৮ জন কথিত ক্রসফায়ারে, ২৩ জন নির্যাতনে এবং বাকী ২০ জন বিভিন্নভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে মৃত্যুবরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ১২১ জনের মধ্যে র‌্যাবের ক্রসফায়ারে ৬৭ জন, নির্যাতনে ১ জন এবং ২ জন র‌্যাব কর্তৃক গ্রেফতারের পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে। এছাড়া পুলিশের ক্রসফায়ারে ৭ জন, নির্যাতনে ৯ জন, গুলিতে ১০ জন, ১ জন গ্রেফতারের পর থানা হাজতে এবং ২ জন গ্রেফতারের পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে। ৫ ব্যক্তি সেনাবাহিনীর নির্যাতনে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সেনাবাহিনীর ভ্যান থেকে পালানোর সময় ১ জন এবং অপর ১ জন গ্রেফতারের পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে। একই সময়ে ৩ জন নৌবাহিনীর নির্যাতনে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও ১ জন যৌথ বাহিনীর ক্রসফায়ারে, ৩ জন নির্যাতনে, ১ জন গ্রেফতারের পর হাসপাতালে, ১ জন যৌথ বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় ছয়তলা বিল্ডিং থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং ১ জন গ্রেফতারের পর থানায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এখানে উলেণ্ঢখ্য যে ১ জন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে নির্যাতনের পর, ১ জন জেল পুলিশের নির্যাতনে এবং ৩ জন র‌্যাব ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

উলেণ্ঢখ্য যে, উক্ত ১২১ ব্যক্তির মধ্যে ৮ জন বিএনপি, ৫ জন আওয়ামী লীগ, ৭ জন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ), ৮ জন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, ৬ জন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা), ৬ জন বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি, ১ জন নিউ বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি, ৪ জন গণমুক্তি ফৌজ, ১ জন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), ৩ জন শ্রমজীবি মুক্তি আন্দোলন, ৪ জন সর্বহারা পার্টি, ১ জন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, এবং ১ জন কথিত চরমপন্থি রয়েছে বলে রিপোর্টে এসেছে।
এছাড়াও নিহত অন্যান্যদের মধ্যে ৩ জন গাংচিল বাহিনী, ১ জন মাছিম বাহিনী, ১ জন হাজী বাহিনী, ১ জন সালাম বাহিনী, ২ জন কথিত অস্ত্র চোরাচালানকারী, ৩ জন কথিত অস্ত্র ব্যবসায়ী, ১ জন কথিত অস্ত্রবাজ, ৩ জন কথিত ছিনতাইকারী, ১ জন কথিত জুয়াড়ী, ২ জন কথিত মাদক ব্যবসায়ী, ২ জন হাজতী, ১ জন কয়েদী, ১০ জন কথিত ডাকাত এবং ২২ জন কথিত অপরাধী রয়েছে।

নিহত অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ৩ জন কৃষক, ১ জন ব্যবসায়ী, ১ জন পুলিশ ইনফর্মার, ১ জন বাস ড্রাইভার (পরিবারের দাবী অনুযায়ী), ১ জন বন্দী বাস ড্রাইভার, ১ জন নারী গার্মেন্টস শ্রমিক, ১ জন গৃহবধূ, ১ জন মুক্তিযোদ্ধা, ১ জন আদিবাসী নেতা, ১ জন কিশোর এবং পেশা জানা যায়নি এমন ১ ব্যক্তি রয়েছে।

বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ২০০৬

অপরদিকে ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ১৬৬ জন নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যাদের মধ্যে ৮৪ জন র‍্যাব, ৮০ জন পুলিশ, ১ জন বনরক্ষী এবং ১ জন গোয়েন্দা পুলিশের হাতে নিহত হয়েছিল।

২০০৬ সালের এই একই সময়ে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে যে ১৬৬ জন নিহত হয়েছিল তাদের মধ্যে ১৩৩ জন ক্রসফায়ারে, ৮ জন নির্যাতনে এবং অবশিষ্ট ২৫ জন বিভিন্নভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ

বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড ২০০৬ সালের তুলনায় ২০০৭ সালে ২৭.১% কমেছে। উক্ত সময়ে ক্রসফায়ারে মৃত্যুর হার কমেছে ৪১.৪%। তবে একই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতনে মৃত্যুর হার ১৮৭.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

জেল এবং থানা হাজতে মৃত্যু ২০০৭

অধিকারের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন ২০০৭ পর্যন্ড় জেল হাজতে মৃত্যুবরণ করেছে ৫২ জন। এদের মধ্যে ১ জন জেল পুলিশের নির্যাতনে এবং ১ জন জেলখানায় হাজতিদের সঙ্গে মারামারি করে মৃত্যুবরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ৫০ জন কয়েদি- হাজতি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে বলে প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়কালে থানা হাজতে ২ জন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

জেল এবং থানা হাজতে মৃত্যু ২০০৬

অধিকার হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ড় জেল হাজতে ২৯ জন এবং থানা হাজতে ৮ জন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছিল।

জেল এবং থানা হাজতে মৃত্যুর তুলনামূলক বিশেণ্ডষণ

জেলে মৃত্যুর হার ৭৯.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে থানাতে মৃত্যুর হার ৬২.৫% কমে গিয়েছে।

র‍্যাব সদস্যের মৃত্যু

২০০৭ সালে ২ জন র‍্যাব সদস্য নিহত হয়েছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

অধিকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ০১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন ২০০৭ পর্যন্ড় সারাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় এরকম ১২৩ টি ঘটনা ঘটেছে। এসকল ঘটনাসহ পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ১৫ জন সাংবাদিক আহত ও ১০ জন লাঞ্ছিত, ৭৫ জন হুমকি, ১০ জনকে গ্রেফতার, ১২ জনের বির"দ্ধে মামলা এবং ১ জন সাংবাদিকের বাসায় হামলার ঘটনা ঘটেছে।

অপরদিকে অধিকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ০১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ড় সারাদেশে এই সংশিণ্টষ্ট ২৭০ টি ঘটনা ঘটেছিল। উক্ত ঘটনায় ১১৪ জন সাংবাদিক আহত ও ৩০ জন লাঞ্ছিত, ৪২ জন হুমকি, ৬৯ জনের বির"দ্ধে মামলা, ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ১৩ জন সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছিল।

সাংবাদিকদের উপর হামলা সংক্রান্ড় ঘটনার পরিবর্তন

পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে ২০০৭ সালে এ সংক্রান্ড় ঘটনা ৫৪.৪% কমে গিয়েছে।

নারীর বির"দ্ধে সহিংসতাঃ

তথ্য ও উপাত্ত বিশেণ্টষণ করে আরো জানা যায় যে ০১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন ২০০৭ পর্যন্ড় মোট **২৭২** জন নারী যৌতুক, ধর্ষণ এবং এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ড় কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে ২০০৬ সালের একই সময়ে এ সংক্রান্ড় ঘটনা ছিল ৪৭১। গত বছরের তুলনায় এ বছর এরকম সহিংস ঘটনার সংখ্যা কমেছে ৪২.৬১%।

০১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন ২০০৭ পর্যন্ড় ১১৮ জন নারী যৌতুকের কারণে নির্যাতনে শিকার হয়েছে যার মধ্যে ৮৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ৪ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং ৬ জন আত্মহত্যা করেছে।

অপরদিকে ২০০৬ সালের ০১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন পর্যন্ড় অধিকারের হিসাব অনুসারে যৌতুক জনিত কারণে ১৭৫ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। যাদের মধ্যে ১৩৩ জনকে হত্যা করা হয়েছিল, ৩৮ জন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং এ কারণে ৪ জন আত্মহত্যা করেছিল।

০১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন ২০০৭ সময়ে ১১১ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। যাদের মধ্যে ২৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন এ কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এখানে উলেণ্টখ্য যে এদের মধ্যে ৫০ জন নারী গণ ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

অন্য দিকে ২০০৬ সালের এই সময়কালে ২৫২ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিল।

শিশুর বির"দ্ধে সহিংসতা

২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ড় ৩৪০ জন শিশু মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে **১৭৩** জন শিশু নিহত হয়েছে। এছাড়া ১৩৭ জন মেয়ে শিশু ধর্ষিত হয়েছে যাদের মধ্যে **২৯** জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে । এখানে উলেণ্টখ্য যে নিহত ১৩৭ জন শিশুর মধ্যে ১০ জন শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও এ সময়কালে ১৬ জন শিশু অপহৃত হয়েছে, ১১ জন আত্মহত্যা করেছে।

অপরদিকে ২০০৬ সালের এই সময়ে ৩৯৩ জন শিশু মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছিল। যার মধ্যে **১৫২** জন শিশু নিহত হয়েছিল, ৯৭ জন মেয়ে শিশু ধর্ষিত হয়েছিল। এই একই সময়কালে ৬৬ জন শিশু বিভিন্ন কারণে আহত, ৪৭ জন অপহৃত, ১৬ জন আত্মহত্যা করেছি এবং ৪ জন শিশুকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

২০০৭ এবং ২০০৬ সালের ০১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন সময়কালের তুলনামূলক বিশেণ্টষণে দেখা যায় গত সময়ের থেকে এ সময়ে এরকম শিশু নির্যাতন ১৩.৫% হ্রাস পেয়েছে।

এসিড

২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ড় ৭২ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে। যাদের মধ্যে ১৩ জন শিশু, ৪৩ জন নারী এবং ১৬ জন পুর"ষ রয়েছে। ২০০৬ সালের এই সময়েও একই সংখ্যক, ৭২ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছিল। যাদের মধ্যে ১১ জন শিশু, ৪৪ জন নারী এবং ১৭ জন পুর"ষ ছিল।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড়বর্তী এলাকায় মানবাধিকার লংঘনঃ

চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ড় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড়বর্তী এলাকায় ভারতীয় সীমান্ড়রক্ষী বাহিনী-বিএসএফ ৫৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। এই সময়ে ৪১ জন বাংলাদেশী নাগরিক আহত, ৪ জন বিএসএফ কর্তৃক গ্রেফতার, ৪ জন নিখোঁজ, ৫৬ জন অপহৃত, ২ জন নারী ধর্ষণের শিকার এবং ২ টি লুটতরাজের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০০৬ সালের এই সময়কালে অধিকারের রিপোর্ট অনুসারে বিএসএফ ৬৪ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছিল। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক ১০৪ জন বাংলাদেশী নাগরিক আহত, ১১ জন গ্রেফতার, ১৮ জন নিখোঁজ, ৮৩ জন অপহৃত, ২ জন নারী ধর্ষণের শিকার এবং ৮ টি লুটতরাজের ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে।

উলে"খ্য, 'অধিকার' ১১টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশে"ষণ করে এবং নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে।

বার্তা প্রেরক

এএসএম নাসিরউদ্দিন এলান
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
অধিকার